দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...MAR. 20.1999 ... ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৩.....

উন্নয়নে প্রশাসনিক সংস্কার

'বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রশাসনিক সংস্কার' শীর্ষক তিনদিনব্যাপী এক গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সেমিনারে কার্যত প্রশাসনের আমূল সংস্কারের লক্ষ্যেই বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়েছে। অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের মূল প্রবন্ধের ওপর দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, উচ্চপর্যায়ের বর্তমান ও সাবেক সরকারী কর্মকর্তা, দাতাগোষ্ঠীর প্রতিনিধি প্রমুখের আলোচনার ভিত্তিতে এসব সুপারিশ প্রণীত হয়েছে।

নিঃসন্দেহে এসব সুপারিশ প্রশাসনের গণতন্ত্রায়নের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যেই প্রণীত হয়েছে। গণতান্ত্রিক প্রশাসন ছাড়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে উঠতে পারে না। সেদিক থেকে সুপারিশগুলোর বাস্তবায়ন রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক চরিত্র সুনিশ্চিত করতেই সাহায্য করবে। বলা বাহুল্য, সুদীর্ঘ ও রক্তক্ষয়ী গণসংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত সংসদীয় গণতন্ত্র কিছুতেই সাধারণ মানুষের জন্য অর্থবহ ও জনকল্যাণকর হয়ে উঠবে না– যদি না প্রশাসনকে গণমুখী করা যায়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম হওয়া সত্ত্বেও তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রশাসন-কাঠামো যদি গড়ে না ওঠে, অতীতের মতো মানুষকে যদি পদে পদে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, দীর্ঘসূত্রতা ও দুর্ভোগের শিকার হতে হয়, তাহলে গণতন্ত্রের জন্য সাধারণ মানুষের রক্ত দান বৃথা হয়ে যায়। গণতন্ত্র পরিণত হয় একটি স্লোগানসর্বস্ব ব্যবস্থায়।

গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরতন্ত্র উৎখাতের পর '৯১-এর ৬ আগস্ট সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হলেও গত ৮ বছরে আমলাতান্ত্রিকতাই প্রশাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে রয়েছে। সেমিনারে পঠিত নিবন্ধগুলোয় ও সেগুলোর ওপর মূল্যবান আলোচনায় প্রশাসনের সে-আমলাতান্ত্রিকতার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে এবং তার অবসান ঘটানোর জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থারও সুপারিশ করা হয়েছে। আমলাতান্ত্রিকতার যে-চেহারা মানুষ অতীতের ঔপনিবেশিক, পরাধীন ও স্বৈরতান্ত্রিক আমল থেকে দেখে আসছে, তা হচ্ছে, প্রশাসনের কোন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নেই। দুর্নীতি ঢুকে আছে তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। ঘুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে 'ওপেন সিক্রেট' এবং তা প্রায় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়ে ফেলেছে। এছাড়া, রাষ্ট্রীয় অর্থের ব্যাপক অপচয় ও লুটপাট, ক্ষমতার অপব্যবহার, সেবার মানের অবনতি এগুলো মানুষের নিত্যদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়ে আছে। এসবের সামষ্টিক ফল মানুষের জীবনে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ ডেকে আনে, দেশের উন্নয়ন নিদারুণভাবে ব্যাহত করে, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানের ক্রমাবনতি ঘটায়।

প্রশাসনিক সংস্কারের নামে অতীতে শুধু কালক্ষেপণ, মেধা ও রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয়ই করা হয়েছে। নব্বুনবী কমিশনসহ বিভিন্ন সময়ে অতীতে প্রশাসনিক সংস্কারের লক্ষ্যে যেসব কমিশন গঠিত হয়েছে, সেগুলোর অনেক গঠনমূলক সুপারিশই কার্যত হিমাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। স্পষ্টতই প্রশাসনের গণতান্ত্রিক সংস্কারের ফলে দীর্ঘকালের আমলাতান্ত্রিক দুষ্টচক্র, দুর্নীতিবাজ ও কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের অবাধ ও সুখের রাজত্বের অবসান ঘটবে এবং তারা তাই প্রাণপণেই সে রকম সংস্কারে বাধা দেবে। গণতান্ত্রিক সংস্কারের সুপারিশ কিছুতেই বাস্তবায়িত হতে দেবে না। এ যাবত সে-কারণেই প্রশাসনিক সংস্কারের সব উদ্যোগই ব্যর্থ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত রবিবার ঢাকায় 'বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রশাসনিক সংস্কার' শীর্ষক উল্লিখিত আন্তর্জাতিক সেমিনার উদ্বোধন করতে গিয়ে বলেছেন, "দক্ষ, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, দুর্নীতিমুক্ত, সৃশৃঙ্খল ও গতিশীল প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলাই আমাদের সংস্কারের লক্ষ্য।" নতুন সরকারের এ-ঘোষণাকে আমরা স্বাগত জানাই এবং তাঁরা লক্ষ্য অর্জনে সফল হোন, এই কামনা করি। তবে এ-প্রসঙ্গে উল্লিখিত সেমিনারের উদ্বোধনী অধিবেশনে সেন্টার অব পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান যে তিক্ত অভিজ্ঞতাটির কথা উল্লেখ করেন, নতুন সরকারকে আমরা তাও স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন বোধ করছি। অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, "প্রশাসনিক দুর্বলতার নেপথ্যে রয়েছে রাজনীতিক-আমলাতন্ত্র ও বড় ব্যবসায়ীদের মধ্যে অশুভ যোগাযোগ। '৭২ সাল থেকে এ যাবত আমরা প্রশাসনিক সংস্কারের বিষয়ে ১৮টি কমিশন-কমিটির রিপোর্ট পেয়েছি। কিন্তু উল্লেখযোগ্য ফল পাইনি।" এটাই আমাদের দেশের রূঢ় বাস্তবতা। দক্ষ, জবাবদিহিমূলক, দুর্নীতিমুক্ত ও গতিশীল প্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্য নির্ধারণ বা সদিচ্ছা এক কথা আর সত্যিসত্যিই সে রকম প্রশাসন গঠিত হওয়া অন্যকথা। দুয়ের মধ্যে, চুমুক এবং পেয়ালার মধ্যে সবসময়ই রয়ে যাচ্ছে এক অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান। সে-দূরত্ব ও ব্যবধান ঘুচাতে গণতান্ত্রিক সরকারকে অত্যন্ত কঠিন, কঠোর সংকল্প এবং প্রয়োজনবোধে বহু ক্ষেত্রেই ক্ষমাহীন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। রাজনীতিক, আমলাতন্ত্র ও বড় ব্যবসায়ীদের অশুভ আঁতাত চূর্ণ করে দেশ ও জনগণের স্বার্থকেই সর্বোচ্চ জ্ঞান করে প্রশাসনের আমূল সংস্কারে ব্রতী হতে হবে।

সেমিনারের দ্বিতীয় দিন এক্ষেত্রে সরকারের দৃঢ় করণীয় প্রসঙ্গে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের উল্লেখ করা হয়েছে– ১. দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তুলতে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করতে হবে এবং ২. সরকারী কর্মকর্তাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব দিতে হবে। বোধগম্য কারণেই বলা যায়, এই দুটি পদক্ষেপই সরকারকে গ্রহণ করতে হবে অত্যন্ত নির্মোহভাবে এবং পুরোপুরি দলীয় বিবেচনার উর্ধে থেকে। দেশের উন্নয়নের প্রতি সরকারের এক শ' ভাগ অঙ্গীকার ও বিশ্বস্ততাই মাত্র এ-ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণে পর্যাপ্ত ও যথাযথ শক্তি যোগাতে পারে।

সেমিনারের শেষ দিনে উপস্থাপিত সুপারিশমালায় প্রকৃতপক্ষে সরকারের যাবতীয় করণীয়ের সার সংক্ষেপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে– প্রশাসনের শীর্ষে নীতিনির্ধারণী রাজনৈতিক পর্যায়ে থাকবে মন্ত্রণালয়। এর প্রধান হবেন মন্ত্রী। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে আমলাতন্ত্রের ওপরে স্থান দেয়া হলেই প্রশাসনকে আমলাতান্ত্রিকতামুক্ত করার ক্ষেত্রে একটা দৃঢ় পদক্ষেপ গৃহীত হতে পারে। সুপারিশে আরও বলা হয়েছে– মন্ত্রী প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণের জন্য ৫/৬ জন উপদেষ্টা গ্রহণ করবেন। মন্ত্রণালয়ের কাজে সহায়তা প্রদানের জন্য অল্প কয়েকজন কর্মকর্তা থাকবেন, কিন্তু কোন কর্মচারী থাকবেন না। এ পর্যায়ে মোট জনবল হবে সর্বোচ্চ আড়াই হাজার। দ্বিতীয় পর্যায়ে মোট ৯৮টি বাস্তবায়নকারী ব্যুরো থাকবে, যার মোট জনবল হবে দেড় লাখ। ব্যুরোগুলো তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সরাসরি জনবল নিয়োগ করবে। তৃতীয় পর্যায়ে দেশে মোট ৬৭টি জেলা সরকার থাকবে। সার্বিকভাবে জনপ্রশাসনে মোট জনবল হবে প্রায় ৯ লাখ, যা বিদ্যমান সংখ্যার কাছাকাছি।

প্রশাসনকে গতিশীল ও দক্ষ করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের গুরুত্ব অনস্বীকার্য, তবে গণতান্ত্রিক সংস্কারের একটি বড় লক্ষ্য অবশ্যই হওয়া উচিত, প্রশাসন যেন মাথাভারি না হয়। এ যাবত মাথাভারি প্রশাসনও আমাদের প্রশাসনের গতিহীনতার একটি বড় কারণ।

সেমিনারের সুপারিশমালায় সবচেয়ে উৎসাহপ্রদ ও আশাব্যঞ্জক দিকটি হচ্ছে, জনপ্রশাসনের ওপর সংসদীয় তদারকী ব্যবস্থা কার্যকর ও জোরদার করার পক্ষে দৃঢ় অভিমত দেয়া। বস্তুত সংসদীয় তদারকী জোরদার করার বিষয়টি নিশ্চিত করার মাধ্যমেই প্রশাসনকে সত্যিকার স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করা যায়। এই সঙ্গে সুপারিশমালায় নিয়োগ ও প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিশ্চিত করে আমলাদের মান বাড়ানোর যে প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করা হয়েছে, তাও একটি দক্ষ প্রশাসন গড়ার জন্য অপরিহার্য বলেই গণ্য করা যায়। প্রশাসনে আমলাতান্ত্রিকতা বা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতা দূর করার একটি বড় শর্ত হচ্ছে আমলাদের মান উন্নত করার ব্যবস্থা করা। আমলাতান্ত্রিকতা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য, কিন্তু দক্ষ আমলা উন্নত প্রশাসনের জন্য অপরিহার্য।

পরিশেষে, আমরা আশা করব, শুধু কমিশন গঠন ও সেমিনার অনুষ্ঠান নয়, সরকার অবিলম্বে গণতান্ত্রিক জনপ্রশাসন গড়ার লক্ষ্যেই প্রয়োজনীয় সংস্কারে ব্রতী হবে। উন্নয়নের জন্য দক্ষ প্রশাসনের কোন বিকল্প নেই।